দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 APR 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশাল নেটওয়ার্কের পরেও মান বৃদ্ধি পায়নি

বাসস : আগামী দশ বছরের মধ্যে সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগদানের লক্ষ্যে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের এক বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ বছর শিক্ষা গ্রহণের পরেও শিক্ষার্থীদের ৮০ শতাংশই বাংলা ভাষা সঠিকভাবে পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে। ৯৫ শতাংশই অংকে ভাল নয়। আর অধিকাংশই ইংরেজীকে অপছন্দ করে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ পরিচালিত এক সমীক্ষায় একথা বলা হয়েছে।

খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন ১৯৯৬ সংক্রান্ত এই সমীক্ষা পরিচালিত হয়।

সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৯২ শতাংশে পৌছেছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমন্বয়কারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা এখন ৬১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর অনুপাত হচ্ছে ৫৩ : ৪৭ এবং শিক্ষিতের হার ৪৪ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭শ' ১০টি, বেসরকারী রেজিস্ট্রিকৃত ও সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৯ হাজার ৬শ' ৮৩টি, বেসরকারী রেজিস্ট্রিবিহীন এবং সাহায্য বহির্ভূত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫শ' ৭৭টি, এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে ৯ হাজার ৫শ'টি, কিণ্ডারগার্টেন ১ হাজার ৪শ' ১৭টি, স্যাটেলাইট বিদ্যালয় ২শ'টি, কমিউনিটি বিদ্যালয় ১ হাজার এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১ হাজার ৭শ' ৭৭টি।

সমীক্ষায় বলা হয়, প্রাথমিক স্তরের মাত্র ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলায়, ৫ শতাংশ অংকে এবং ৪ শতাংশ সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাল।

বিশ্ব ব্যাংকের অপর এক সমীক্ষা একই সময় পরিচালিত হয়। এতে বলা হয়, ৬ বছর বিদ্যালয়ে গমনকারী ৪৪.৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী পড়া, লেখা ও অংকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। এদের মধ্যে শহরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭২.২ শতাংশ এবং বাকীটা গ্রামের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।